বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭ (অংশ-১)-৭৩৪৭ জে, তারিখ: ১৩ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৮ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জামালপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের "লাইব্রেরী সহকারী" জনাবা মৌসম আক্তার-এর অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: জেলা ও দায়রা জজ-এর কার্যালয়, জামালপুর এর গত ০৭.০৮.২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৪৯৬/জেঃ জঃ জাঃ/২০২২ স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জনাবা মৌসম আক্তার তার 'ক' পতাকাস্থ আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিগত ১১.০৬.২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে জামালপুর জজশীপে লাইব্রেরী সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত কিডনী রোগে আক্রান্ত। বিগত ১৮.০৫.২০২২ খ্রিঃ তারিখ কিডনী ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকায় কিডনী রোগের সমস্যায় ভর্তি হন। উক্ত হসপিটালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার মোঃ সোয়েব নোমানী, এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (কিডনী), মেডিসিন ও কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা নেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করান। উক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় যে, তার ২টি কিডনী ডেমেজ হয়ে গেছে। ডাক্তার এর সু-পরামর্শে কয়েকবার ২টি কিডনী ডায়ালাইসিস করানো হয়। প্রতি কিডনী ডায়ালাইসিস, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয় ব্যয় বাবদ ২-৩ (দুই থেকে তিন লক্ষ) টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ডায়ালাইসিস করিয়েও কোন উন্নতি হয়নি। ধীরে ধীরে তার কিডনী ২টি আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে। ফলে, তিনি দিন দিন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন। ডাক্তার এর পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমানে তার ২টি কিডনীর মধ্যে ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন করা খুবই জরুরী। ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয় বাবদ প্রায় আরো ১২-১৪ (বার থেকে চৌদ্দ লক্ষ) টাকা প্রয়োজন। তিনি একজন নিম্ন বেতন ভুক্ত সরকারি কর্মচারী। তার পক্ষে ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্বাহ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্তব্যরত ডাক্তার বলেছেন, আগামী ০১-০২ মাসের মধ্যে তার ০১টি কিডনী প্রতিস্থাপন করা না হলে তিনি আরো ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবেন। তাকে চিকিৎসার অভাবে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে অকালেই চলে যেতে হবে। তিনি এই সুন্দর পৃথিবীতে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চান। এমতাবস্থায়, জনাবা মৌসম আক্তার তার ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয় বাবদ প্রায় ১২-১৪ (বার থেকে চৌদ্দ লক্ষ) টাকার আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন।

০২। এমতাবস্থায়, জামালপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের "লাইব্রেরী সহকারী" জনাবা মৌসম আক্তার-এর অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা-কে এতদ্উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) ফর্দ।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:
জনাবা মৌসম আক্তার
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জামালপুর শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৬০৮৮০১০২০৩৬২
বিকাশ নম্বর-০১৭১৫-০২৪৬১৮ (স্বামী)
নগদ নম্বর-০১৭১৫-০২৪৬১৮ (স্বামী)

স্বা:/-
(মোঃ গোলাম রব্বানী)
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৫১৪৬৪৬
ই-মেইল: registrar_hcd@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭ (অংশ-১)-৭৩৪৭ জে, তারিখ: ১৩ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৮ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---------- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

dextop/Help application

১৪। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৫। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৭। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,..... (সকল)।
১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
১৯। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২১। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২২। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৪। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৫। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৯। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪১। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৪২। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৩। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৪। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৫। মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৬। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪৭। অফিস কপি।

২৮/০৮/২০২২

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)(ভার:)
ফোন : ০২২২৩৩৮১৯৩২ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ও দায়রা জজ এর কার্যালয়
জামালপুর।

রেজিস্ট্রার জেনারেল এর কার্যালয়
নং- তারিখঃ 21 AUG 2022

তারিখঃ

স্মারক নং-৪৯৬/জেঃ জঃ জাঃ/২০২২

প্রেরক ঃ মোঃ জুলফিকার আলী খাঁন
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ
জামালপুর।

প্রাপক ঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

বিষয় ঃ <u>জামালপুর জজশীপে কর্মরত লাইব্রেরী সহকারী জনাব মৌসম আক্তার এর অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন অগ্রগামীকরণ প্রসঙ্গে।</u>

মহাত্মন,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক নিবেদন ও উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জামালপুর জজশীপে কর্মরত লাইব্রেরী সহকারী জনাব মৌসম আক্তার এর অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদনপত্র অগ্রগামী করা হলো।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

আপনার অনুগত

09/08/2022

(মোঃ জুলফিকার আলী খাঁন)
গ্রেডেশন নং-২৩৪
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ
জামালপুর।

<u>সংযুক্তঃ-</u>

১। আর্থিক সাহায্যের আবেদনপত্র .... ০১ (এক) ফর্দ।
২। অসুস্থতাজনিত কাগজপত্রাদি.......... ০১ (এক) সেট।

বরাবর,

মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

মাধ্যম ঃ মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ,
জামালপুর।

বিষয় ঃ <u>অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন।</u>

মহাত্মন,

যথাযথ সম্মান জ্ঞাপন পূর্বক বিনীত এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মৌসম আক্তার বিগত ১১.০৬.২০১১ খ্রি. তারিখ হতে জামালপুর জজশীপে লাইব্রেরী সহকারী হিসেবে কর্মরত আছি। আমি দীর্ঘদিন যাবত কিডনী রোগে আক্রান্ত। বিগত ১৮.০৫.২০২২ খ্রি. তারিখ কিডনী ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্স ইনিস্টিটিউট, ঢাকায় কিডনী রোগের সমস্যায় ভর্তি হই। উক্ত হসপিটালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার মোঃ সোয়েব নোমানী, এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (কিডনী), মেডিসিন ও কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ এর অধীন চিকিৎসা নেই। তাহার পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই। উক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় যে, আমার ২টি কিডনী ডেমেজ হয়ে গেছে। ডাক্তার এর সু-পরামর্শে কয়েকবার ২টি কিডনী ডায়ালাইসিস করানো হয়। প্রতি কিডনী ডায়ালাইসিস, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয় ব্যয় বাবদ এযাবৎ আমার প্রায় ২-৩ (দুই থেকে তিন লক্ষ) টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ডায়ালাইসিস করিয়েও কোন উন্নতি হয়নি। ধীরে ধীরে আমার কিডনী ২টি আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে। ফলে, আমি দিন দিন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। ডাক্তার এর পরামর্শ হচ্ছে- আমার ২টি কিডনীর মধ্যে ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন করা খুবই জরুরী। ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয় ব্যয় বাবদ প্রায় আরো ১২-১৪ (বার থেকে চৌদ্দ লক্ষ) টাকা প্রয়োজন। মহোদয়, আমি একজন নিম্ন বেতন ভুক্ত সরকারী কর্মচারী। আমার পক্ষে ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্বাহ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্তব্যরত ডাক্তার বলেছেন, আগামী ০১-০২ মাসের মধ্যে আমার ০১টি কিডনী প্রতিস্থাপন না করা হলে আমি আরো ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবো। আমাকে চিকিৎসার অভাবে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে অকালেই চলে যেতে হবে। আমি এই সুন্দর পৃথিবীতে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।

এমতাবস্থায়, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে, উপরোক্ত অবস্থাধীনে আমার ১টি কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয় ব্যয় বাবদ প্রায় ১২-১৪ (বার থেকে চৌদ্দ লক্ষ) টাকার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয়ের সু-মর্জি হয়।

আপনার একান্ত অনুগত

(মৌসম আক্তার)
লাইব্রেরী সহকারী
জেলা ও দায়রা জজ আদালত
জামালপুর।

তারিখ- ০৪.০৮.২০২২ খ্রি.

<u>সংযুক্তঃ-</u>

১। অসুস্থতাজনিত কাগজপত্রাদি..... ০১ (এক) সেট।
২। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জামালপুর শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৬০৮৮০১০২০৩৬২।
৩। বিকাশ নাম্বার-০১৭১৫-০২৪৬১৮ (স্বামী)।
৪। নগদ নাম্বার-০১৭১৫-০২৪৬১৮ (স্বামী)।